সংবাদ

তারিখ 27 AUG 2012
পৃষ্ঠা ১

মেডিকেল-ডেন্টালে ভর্তি

সিদ্ধান্তের পক্ষে-বিপক্ষে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

● উভয়পক্ষেরই আন্দোলনের হুমকি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এবার মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তিতে পরীক্ষা পদ্ধতির পক্ষে ও বিপক্ষে কঠোর অবস্থান নিয়েছে বিপক্ষের ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীরা। মেডিকেলের ভর্তি পদ্ধতি (জিপিএ'র ভিত্তিতে ভর্তি) পরিবর্তনের প্রতিবাদে আজ থেকে ফের আন্দোলনে যাচ্ছেন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা। গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে কিছু ছাত্রছাত্রী এ ঘোষণা দেয়।

এদিকে জিপিএ'র ভিত্তিতেই মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তির দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছে ভর্তিচ্ছু শতাধিক ছাত্রছাত্রী। তারা বলেছেন, সরকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলে কঠোর আন্দোলন-কর্মসূচি পালন করা হবে। অন্যদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আফম রুহুল হক ইতোমধ্যে বলেছেন, ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের এই বিক্ষোভে 'কোচিং সেন্টারগুলোর ইন্ধন' রয়েছে। গতকাল রাজধানীর মহাখালীতে এক অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, মেডিকেলে ভর্তির বিষয়টি এখন আদালতের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে। আদালত যে রায় দেবে তাই চূড়ান্ত।

সিদ্ধান্তের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

আদালতে শুনানি আজ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এমবিবিএস ও বিডিএস-এ আগের মতো পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম বর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে সম্পূরক আবেদনটির নথি না থাকায় গতকাল শুনানি হয়নি। শুনানি হবে আজ। গতকাল বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী এবং মো. আশরাফুল কামালের অবকাশকালীন বেঞ্চ এ নির্দেশ দেন।

রিট আবেদনকারী ড. ইউনুস আলী আকন্দ নিজেই আদালতের শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপক্ষে এটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম শুনানি করেন। রিট আবেদনকারী ড. ইউনুস আলী সংবাদকে বলেন, 'এমবিবিএস ও বিডিএস এ আগের মতো পরীক্ষার মাধ্যমে

আদালতের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

সিদ্ধান্তের : পক্ষে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হিসেবে বিবেচিত হবে। ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভর্তি পরীক্ষা ফের চালু করা হবে কী না সে বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই। পরীক্ষা পদ্ধতি বহালের দাবি : 'মেডিকেল ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী মঞ্চ' ব্যানারে গতকাল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করে শিক্ষার্থীরা জানান, তারা আজ সকাল ৯টা থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে অবস্থান নিয়ে 'শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করবেন। এছাড়া সকাল ১১টা থেকে 'সুশীল সমাবেশ' হবে বলে জানান আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধি ফারজানা আফরিন।

শিক্ষার্থীদের এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাও একাত্মতা প্রকাশ করেছে দাবি করে তিনি বলেন, 'আজ দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে স্মারকলিপি দেয়া হবে। এর সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে সরকারের পক্ষ থেকে কোন ঘোষণা না এলে ২৮ আগস্ট থেকে কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব আমরা।' সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা মেডিকেলসহ সব ধরনের কোচিং সেন্টার বন্ধের দাবি জানান। ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী অনন্যা বণিক জানান, তাদের এই আন্দোলনে কারও ইন্ধন বা সংশ্লিষ্টতা নেই। সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাইফুল ইসলাম, তনয় সরকার, নাজমুল হক প্রমুখ।

ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের দাবি : মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তিতে পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিলে সরকারের সিদ্ধান্তের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে গতকাল মানববন্ধন করেছে মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তিচ্ছু শতাধিক ছাত্রছাত্রী। মেডিকেলের ভর্তি পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রতিবাদে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্যেই তারা দুপুর ২টা ৩০ মিনিট থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধন করে। ভর্তি পরীক্ষা বাতিলের পক্ষে মানববন্ধনে মেডিকেলে ভর্তিচ্ছু সানি (ঢাকা কলেজ থেকে এবার এইচএসসি উত্তীর্ণ) 'সংবাদ'কে বলেন, 'আমরা সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। কারণ জিপিএ'র ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া কার্যকর হলে অনৈতিক কোচিং বাণিজ্য বন্ধ হবে। তিনি জানান, তাদের সঙ্গে বিভিন্ন কলেজের হাজার হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে।

ভর্তিচ্ছু সৈয়দ ফারহান নূর (নটর ডেম কলেজ থেকে এইচএসসি উত্তীর্ণ) 'সংবাদ'কে জানান, সরকারের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে আজ হাইকোর্ট রায় দিলে তারাও আইনি লড়াই করবে। তবে তারা আশা করেন, সরকারের সিদ্ধান্তই বহাল থাকবে।

খাইরুল ইসলাম নামের আরেক শিক্ষার্থী বলেন, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ এর কম পেয়ে কোন শিক্ষার্থী যদি মেডিকেলে আবেদনের সুযোগ পায় তাহলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

ছাত্রছাত্রীরা বলেন, জিপিএ'র ভিত্তিতে মেডিকেলে ভর্তি নেয়া হলে গ্রামের দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। কারণ তারা মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে ভর্তি কোচিং করার সুযোগ পায় না। তারা অভিযোগ করেন, ভর্তির কোচিংয়ের নামে গড়ে উঠা কোচিং সেন্টারগুলোতে নানা রকম অনৈতিক কার্যকলাপ হয়ে থাকে। তারা প্রতি বছরই মেডিকেলে ভর্তির প্রশ্নপত্র ফাঁস করে আসছে। অসাধু কোচিং ব্যবসায়ীদের ইন্ধনেই কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী আন্দোলনে নেমেছে বলেও ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেন। প্রসঙ্গত, এতদিন পরীক্ষার মাধ্যমে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নেয়া হতো। কিন্তু এবার থেকে আর ভর্তি পরীক্ষা না নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের জিপিএ'র ভিত্তিতেই এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কিন্তু সরকারের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন শুরু করে শিক্ষার্থীরা। তারা গত ১৩ ও ১৪ আগস্ট টানা ২ দিন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় প্রেসক্লাব ও শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নিয়ে দিনভর বিক্ষোভ করে। পরবর্তী সময় এক অভিভাবকের রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট গত ১৪ আগস্ট মেডিকেলে ভর্তি নিয়ে একটি রুল জারি করে। জিপিএ'র ভিত্তিতে ভর্তি কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না- তা জানতে চাওয়া হয় ওই রুলে।

আদালতের : শুনানি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২০১২-১৩ বর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে একটি সম্পূরক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ আগস্টের দায়ের করা রিটের নথিপত্র না থাকায় আজ (গতকাল) শুনানি হয়নি। এ সময় আদালত আগামীকাল (আজ) শুনানির দিন ধার্য করেছেন।'

আদালতে সম্পূরক আবেদনে বলা হয়, ৮ জুলাই এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলেও এখনো মেডিকেলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। কর্তৃপক্ষের অবৈধ সিদ্ধান্তের কারণে এ দেরি হচ্ছে। আবেদনকারী ইউনুস আলী বলেন, ১২ আগস্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যৌথিকভাবে ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা এখন থেকে পরীক্ষার পরিবর্তে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে পাওয়া জিপিএ-এর ভিত্তিতে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করবে। কিন্তু এ জন্য পূর্বে তারা কোন সার্কুলার জারি করেনি। তাদের এ সিদ্ধান্তহীনতার কারণে মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে সেশন জটে পড়বে। উল্লেখ্য, ১২ আগস্ট এক সভার পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী আফম রুহুল হক জানান মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য চলতি বছর থেকে আর ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে না। এখন থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের জিপিএ-এর ভিত্তিতেই এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এর প্রতিবাদে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করে। ঈদের পরে তারা আবার আন্দোলন করার আগাম ঘোষণাও দিয়ে রেখেছে। ওই প্রেক্ষাপটে ড. ইউনুস আলী আকন্দ একটি রিট আবেদন করলে ১৪ আগস্ট তার প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি নাঈমা হায়দার ও মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকারের হাইকোর্ট বেঞ্চ একটি রুল জারি করে। পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল করে জিপিএর ভিত্তিতে মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, ওই রুলে তা জানতে চাওয়া হয়। স্বাস্থ্য সচিব, শিক্ষা সচিব, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালককে ৪ সপ্তাহের মধ্যে এর জবাব দিতে বলা হয়। ওই রিটকারী আইনজীবী ড. ইউনুস আলীই গত বৃহস্পতিবার পরীক্ষার মাধ্যমে দ্রুত শিক্ষার্থী ভর্তি নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে এ সম্পূরক আবেদনটি করেন।